

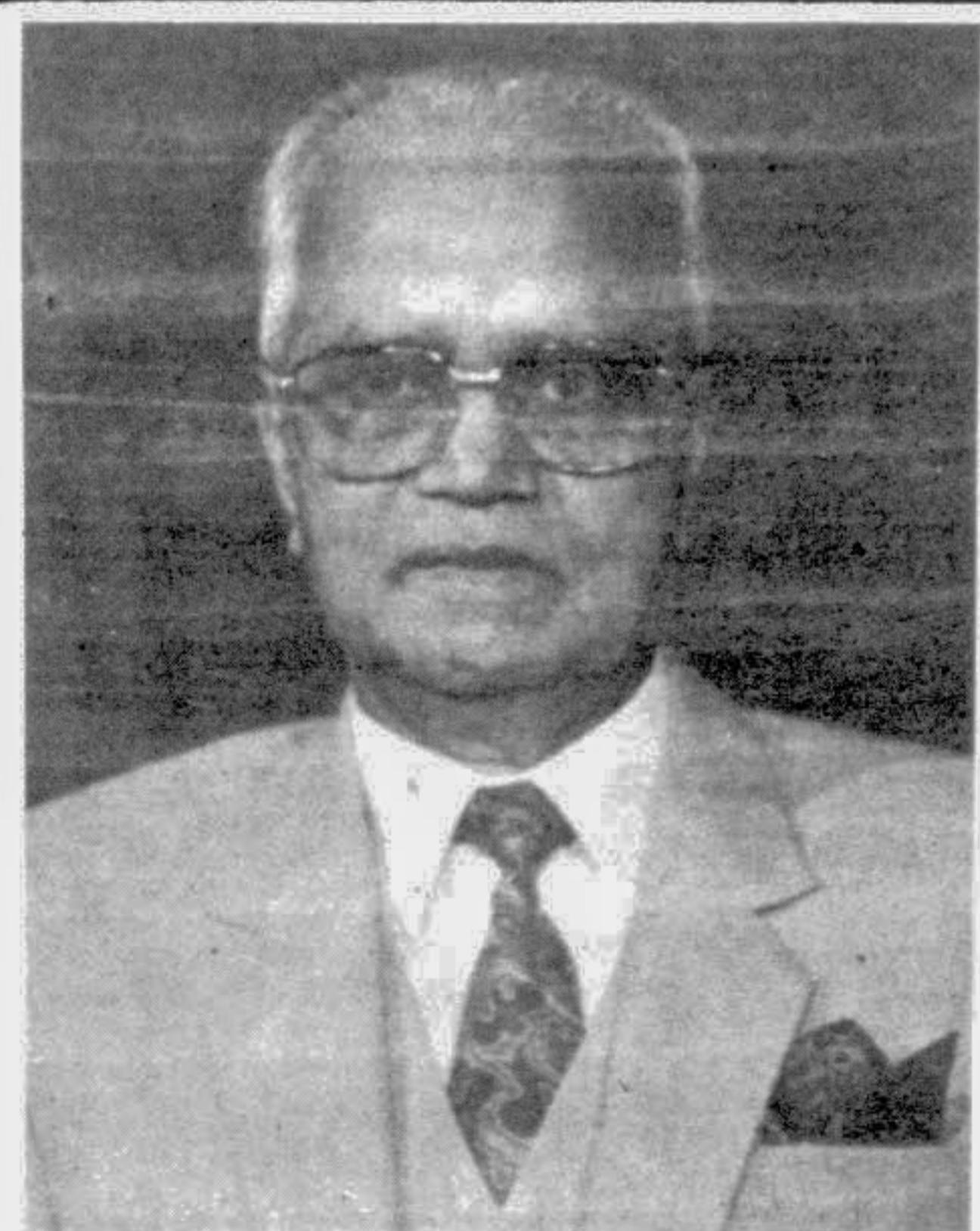
## Special Supplement

INTERNATIONAL  
LITERACY DAY  
8th September 1993

The Daily Star

## PRIMARY &amp; MASS EDUCATION

## Special Supplemen



## বাণী

অজ্ঞানাত্তিক সাক্ষরতা দিবস। নিরক্ষরতা দূরীকরণে বাংলাদেশের নায় তৃতীয় বিশ্বের দশমসময়ে এ দিনটির শুরুত অপরিসীম। সবার জন্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠিত ও অঙ্গীকৃত নিয়ে এবারও অমাদের দেশে পাসিত হচ্ছে অঙ্গীকৃত সাক্ষরতা দিবস। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জাতীয় কর্মসূচিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই দিবস তাই অমাদের জন্য অত্যন্ত তৎপর।

নিরক্ষরতা মূলতঃ উরয়নের পথে প্রধান অন্তর্বায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ ছাড়া জনগণের ধার্থ-সামৰিক উরয়ন, জীবন্যাত্মক মানবিক্রয়ের এবং দারিদ্র্যের কল্প থেকে মৃত্তি পাওয়া সম্ভব নয়। সমাজ শিক্ষার বলে বলিয়ান হচ্ছে সুধী-সম্মত জাতীয় গঠনের ব্রহ্ম বস্তুর মুল কর্তব্য। সেই লক্ষে সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অ্যাধিকার দিয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধাত্মক করা হচ্ছে। খাদ্যের বিনিয়োগ শিক্ষা কর্মসূচী চাল এবং গণপ্রজাত্ব কার্যক্রম জোরদারে করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপ দেশে থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সুরূ প্রসারী দৃঢ়িকা পক্ষে বলে আমি আশা করি।

দেশের মানব সম্পদের উরয়ন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং গবর্নের প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে শিক্ষার শুরুত অপরিসীম। তাই দেশকে নিরক্ষরতার অভিযান মুক্ত করার জন্যে অবদান রাখা শক্তিক্ষম সচেতন মানবের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে অমাদের মানবের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ব্রহ্ম বস্তুকে কুসংস্কার, অন্যায় ও অব্যাচনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। সুন্দর দেশ গঢ়ার জন্য রাজাভূক্তিক মতান্তর নির্বিশেষে অমাদের সকলকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিতে অবদান রাখতে হবে। সরকারের গণমূখ্য কার্যসূচীর সংগে জনসাধারণের সর্বান্বক সহযোগিতা ও একান্তর অজ্ঞ নিশ্চিত করতে হবে। দুইজনের সাথে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী এবং অমাদের প্রতিষ্ঠিতবৃক্ষ অঙ্গীকৃত সাক্ষরতা দিবস মানব সম্ভাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সকলকে আরো ফলপ্রসূ অবদান রাখতে উৎসাহিত ও অনুগ্রহিত করবে—সেই প্রত্যাক্ষ করি।

অসুন্দর অমাদের সকলে মিলে দেশ থেকে দৃঢ় নিরক্ষরতা দূর করে উচ্চত, সুন্দর এবং সুস্থিতিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়েগ করি।

আবন্দন রহমান বিশ্বাস  
রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাত্বী বাংলাদেশ

## শিক্ষা।

“সবার জন্য শিক্ষা” বাংলাদেশের জাতীয় অংশীকার এবং সাধারণানিক দায়িত্ব। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চাল করেছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সম্পদের সীমাবন্ধন সহজে প্রস্তুতীয় প্রয়োগ গ্রহণ করেছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিক্ষকে বিদ্যালয়ে এনে নৃনালোকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত সমাপ্ত করাতে হবে। যাতে কেবল আমাদের দেশের বর্তমান বিপুল নিরক্ষরের সংখ্যা আর বৃদ্ধি পেতে না পারে। একই সাথে উপন্থনানিক শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের গভীর বাইরে থাকা সকল নিরক্ষরদেরকে শিক্ষার আলো পৌছে দিতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সমাজের সকল ক্ষেত্রে জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ সুবৃক্ষ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই এই জাতীয় সমস্যা মোকাবেলা করতে আমাদের সকলকে একই দুর্বল দেশের মত অমরোচনা প্রদান করাই। তাই আঙ্গীকৃত সাক্ষরতা দিবস পালন করাই। তাই এই অঙ্গীকৃত সাক্ষরতাকে ‘আঙ্গীকৃত সাক্ষরতা দিবস’ হিসেবে শিক্ষার চেতনাকে উন্নেতোচিত করে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিচেতেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ দিবসের তৎপর আরও বেশী জোরদুর্বল করার বাংলাদেশের সভ্যতাকে প্রচলিত জন মানুষ আজো অশিক্ষিত। আর এই কারণেই আমরা পৃথিবীর দরিদ্রতম জাতির অন্যতম হিসেবে পরিষ্কৃত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে আমাদের জাতীয় উর্ভূতি তরাহিত করা সম্ভব হবে না। আমরা রয়ে থাব সকলের

## বাণী

একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকের এই দিনে প্রেক্ষাপটে এ দিবসের তৎপর আরও বেশী জোরদুর্বল করার বাংলাদেশের সভ্যতাকে প্রচলিত জন মানুষ আজো অশিক্ষিত। আর এই কারণেই আমরা পৃথিবীর দরিদ্রতম জাতির অন্যতম হিসেবে পরিষ্কৃত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে আমাদের জাতীয় উর্ভূতি তরাহিত করা সম্ভব হবে না। আমরা রয়ে থাব সকলের

কাজী রফিকউল্লেহ আহমদ  
সচিব  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ  
গণপ্রজাত্বী বাংলাদেশ সরকার

## Education for all: The role of Primary and Mass Education Division

Kharidaker Shahidul Islam  
Executive Director  
INFEP, Dhaka.

Education is a fundamental right of the people. In the past no effective programmes were undertaken to ensure this right in Bangladesh. No Positive plan was also formulated to turn the ever increasing population of Bangladesh into human resource. As a result at the fag end of the century our literacy rate according to 1991 census is only 24.8%. As the world approaches the last decade of the 20th century the supremacy of new technology and widespread knowledge is reigning high all over. To participate in the ever awakening process by human civilization we are to strengthen our educational base. The present government has given highest priority to education with a view to developing creative and productive human resource in order to meet the demand of time. In the formal education there are three recognised tiers namely the primary, Secondary and higher education. Through primary education a person besides acquiring the skills of reading, writing and calculations is equipped with attitude and approach to lead a meaningful and productive life. In fact, the base in the education system now cater for primary education in Bangladesh.

1. Govt. Primary Schools 37,740 numbers.  
2. registered Non-Government Primary School. 8,830  
3. Schools awaiting for registration 4,688  
4. Primary School 2,583  
5. Kinder Gartan 2,500  
6. Ibtedia Madrasha 16,028 7. Ibtedia Higher Madrasha Branch 6,086  
8. Mosque Toll & others 239

According to school mapping only one school in every 2 sq. km. offers primary education for the rural poor mass. General Education Project is an important step towards right direction. The following are the important programmes under this project.

1. Improvement of physical of the primary schools. 2. Development of educational materials and text books.

3. Established of satellite schools.

4. Introduction of non-formal education through NGOs.

5. Free distribution of text books among the students of primary schools.

6. Training of teachers.

7. Strengthening of education administration.

It is hope that the above actions will increase enrollment rate in Primary and arrest the drop outs.

**FOOD FOR EDUCATION PROGRAMME**

Food for education programme of the govt. is a revolutionary programme. As one of the poorest nations of the world the opportunity cost for education is a luxury in our country compared to income generation activities. In consideration of this reality govt. has introduced the programme of food for education from this year. This will induce the children from poor families to come to school. This year government has allocated 1 lakh 24 thousand tonnes of wheat for this programme. The Hon'ble Prime Minister has formally inaugurated this programme. The target for this year is seven lakh children from 5 lakh families. In the coming years the target for this programme will be increased. The govt. has plans to bring the entire country under this programme.

This will induce the children from poor families to come to school. This year government has allocated 1 lakh 24 thousand tonnes of wheat for this programme. The Hon'ble Prime Minister has formally inaugurated this programme. The target for this year is seven lakh children from 5 lakh families. In the coming years the target for this programme will be increased. The govt. has plans to bring the entire country under this programme.

**Expansion of Integrated Non-Formal Education Programme**

It will not be possible to increase the rate of literacy in Bangladesh only through formal education. With a view to covering the vast number of people that are there outside the ambit of formal education the govt. has by restructuring the Mass education Programme introduced the Integrated Non-formal Education Programme to bring literacy to the illiterates. The purpose of Non-Formal Education is not only to offer skills of signing one's name

but to convert the illiterate mass into human resource keeping in view the needs & objectives of life. The object of non-formal education is to integrate them in mainstream of life in conformity with the prevailing socio-economic norms and conditions of the country. The existing vast number of illiterate people have been divided into age groups for the purpose of educating them. These are:-

a. Introduction of a pre-primary education scheme for motivation and school prepared mass for 4-5 age group children.

b. The 6-10 age group is intended for both non-participants and dropouts of the formal schools system.

c. Creation of a channel for the boys and girls of the 11-14 age group to enable them in gaining preparatory knowledge for engaging in profitable work or occupations and preventing them from growing into illiterate adults.

d. The literacy campaign for 15-35 age group is to be further strengthened.

e. Activate life long learning process.

Separate text books & educational materials have been prescribed for all categories of illiterates mentioned above. The scheme of INFEP is a pilot project for spreading education on the basis of evaluation of the success of scheme after June, 1994. Wider scheme will be undertaken for the 1994-2000 period.

There was no primer or book for general adoption in the literacy campaign. Various NGOs were using different types of primers introduced by themselves in a disjointed manner. These Primers were written in a routine way & could not serve much useful purpose except to help literacy. By eliminating these disjointed efforts input through the co-operation of a team of experienced experts of different govt. and non-govt. institutions has published the following books:-

i) Pre-Primary education.

ii) Khelite- Khelite- Shekha.

(4-5 years) iii) Cholow Shikhar Jananya Ek Shathay Kaj Kori

iv) Prashikhan Module.

v) Curriculum.

vi) Non-formal basic education (6-10 yrs)

1. Bangla Primer.

2. Ganit Primer.

3. Poribesh Porichiti

4. Bangla Primer Shikhaika

5. Ganit Primer Shikhaika

6. Shekkhokh Prashikhan

Manual

7. Supervisors Manual

8. Curriculum

3. Adult literacy

1. Chetona-Primer 1st part.

2. 2nd Part.

3. 3rd part.

4. Sikha Sikhaika 1st part

5. 2nd part.

6. 3rd part.

7. Supervisors Manual

8. Teachers Training Manual

Primers for the adolescents age group (11-14 years) are under preparation. It is expected that in about the next two months those will be published.

Integrated Non-Formal Education Programme is being implemented both by Govt and non-govt. with the above-mentioned primers. Under the adult literacy programme a total of 69,000 learners have been made literate in 1720 centres of 43 thanas directly by the Government. Similarly 101 NGOs have literated 56395 illiterate persons through 2470 literacy centres.